যুগান্তর

তারিখ ২৮ JUL ২০১১
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

নাগেশ্বরীতে আনন্দ স্কুলের দেড় কোটি টাকা হরিলুট

নাগেশ্বরী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

নাগেশ্বরীতে আনন্দ স্কুলের প্রায় দেড় কোটি টাকা হরিলুটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় একপক্ষ অপর পক্ষের ওপর দোষ চাপিয়ে দায় এড়ানোর চেষ্টা করছেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার বলছেন আনন্দ স্কুলের সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। উপজেলা কো-অর্ডিনেটর বলছেন তার সম্পৃক্ততা না থাকলে স্কুলগুলো চলছে কিভাবে।

'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন' (রস্ক) প্রকল্প-২ এর আওতায় ঝরে পড়া হতদরিদ্র শিশুদের স্কুলমুখী করতে ২০১১ সালে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার একটি পৌরসভা ও ১৪ ইউনিয়নে চালু হয় ৩৯৫টি আনন্দ স্কুল। উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্যানুযায়ী কার্যক্রম নেই ৮ স্কুলের। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে স্কুলগুলো শুরুর সময় স্কুল এবং শিক্ষক নিয়োগে লাখ লাখ টাকার ছড়াছড়ি হয়।

কার্যক্রম নেই ৮টি স্কুলের

ওই সময় কিছু স্কুলের সাইনবোর্ড টানানো হলেও ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় সাইনবোর্ডগুলো। প্রথম দিকে ধার করা শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুলগুলোর ভিত্তি স্থাপন করা হলেও একের পর এক বন্ধ হয়ে যায় স্কুল। শিক্ষা অফিস উৎকোচ নিয়ে সাইনবোর্ড সর্বস্ব স্কুলগুলোকে কাগজ-কলমে সচল দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, শিক্ষকের বেতন-ভাতা ও পোশাকের বরাদ্দের টাকা তুলে তদারককারীসহ ভাগবাটোয়ারা করে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রস্ক প্রকল্প-২ এর অধীনে আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীদের পোশাক তৈরি বাবদ জন প্রতি ৪শ' টাকা, শিক্ষা উপকরণ বাবদ ১ম-৩য় শ্রেণী ২শ' টাকা ও (৪-৫) ৩শ' টাকা। পরীক্ষা বাবদ ১শ' টাকা। শিক্ষার্থী মাসিক বেতন ৩ হাজার টাকা ও বাড়ি ভাড়া বাবদ ৪শ' টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছরে স্কুল মেরামতের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় এক হাজার টাকা। বরাদ্দকৃত টাকা সোনালী ব্যাংকের স্থানীয় শাখায় শিএমসির হিসাব নম্বরে ট্রান্সফার করা হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নে ৩৫টি আনন্দ স্কুলের অনুমতি দেয়া হয়। ওই ইউনিয়নের প্রায় সবগুলো স্কুলই বন্ধ। চরডাকারপাড়া নামক স্কুলটির ঘর নেই। ৩০ জন শিক্ষার্থী দেখালেও কোনো পাঠদান হয় না। বিষয়টি এমন আনন্দ স্কুল, মানেই কার্যক্রম না করে কিছু লোকের অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা। বাস্তবেও তাই। ঘর, সাইনবোর্ড, শিক্ষক, খাতায় শিক্ষার্থীর নাম থাকলেও নেই কোনো শিক্ষার্থী। নিয়মিত তুলছেন শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি, উপকরণ ও বেতন-ভাতা।

তথ্যানুযায়ী এক সেমিস্টারে (৪ মাস) সাইনবোর্ড সর্বস্ব ৩৮৭ স্কুলের বিপরীতে শিক্ষকের বেতন বাবদ ৪৬ লাখ ৪৪ হাজার, ঘর ভাড়া ৬ লাখ ১৯ হাজার ২০০, শিক্ষা উপকরণ ৬৫ লাখ ৫৩ হাজার ৬০০ ও পোশাক বাবদ ৪৬ লাখ ৪৪ হাজার টাকা উত্তোলন করে আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে জড়িত শিক্ষা অফিসারসহ স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তৌফিকুর রহমান উৎকোচ নিয়ে আনন্দ স্কুলের বেতন বিলে স্বাক্ষর দেয়ার কথা অস্বীকার করে বলেন আনন্দ স্কুলের সঙ্গে শিক্ষা অফিসের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তাই টাকা লেনদেনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। রস্ক-২ প্রকল্পের উপজেলা কো-অর্ডিনেটর কামরুজ্জামান বলেন তিনি নতুন এসেছেন তেমন কিছু জানেন না। তবে তিনি বলেন শিক্ষা অফিসের সম্পৃক্ততা না থাকলে স্কুলগুলো চলছে কিভাবে। উপজেলা চেয়ারম্যান আসলাম হোসেন সওদাগর বলেন বিষয়টি তার কানে এসেছে তাই তিনি শিক্ষা অফিসারকে উপজেলা শিক্ষা কমিটির জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করতে বলেছেন।